বালক গদাধর

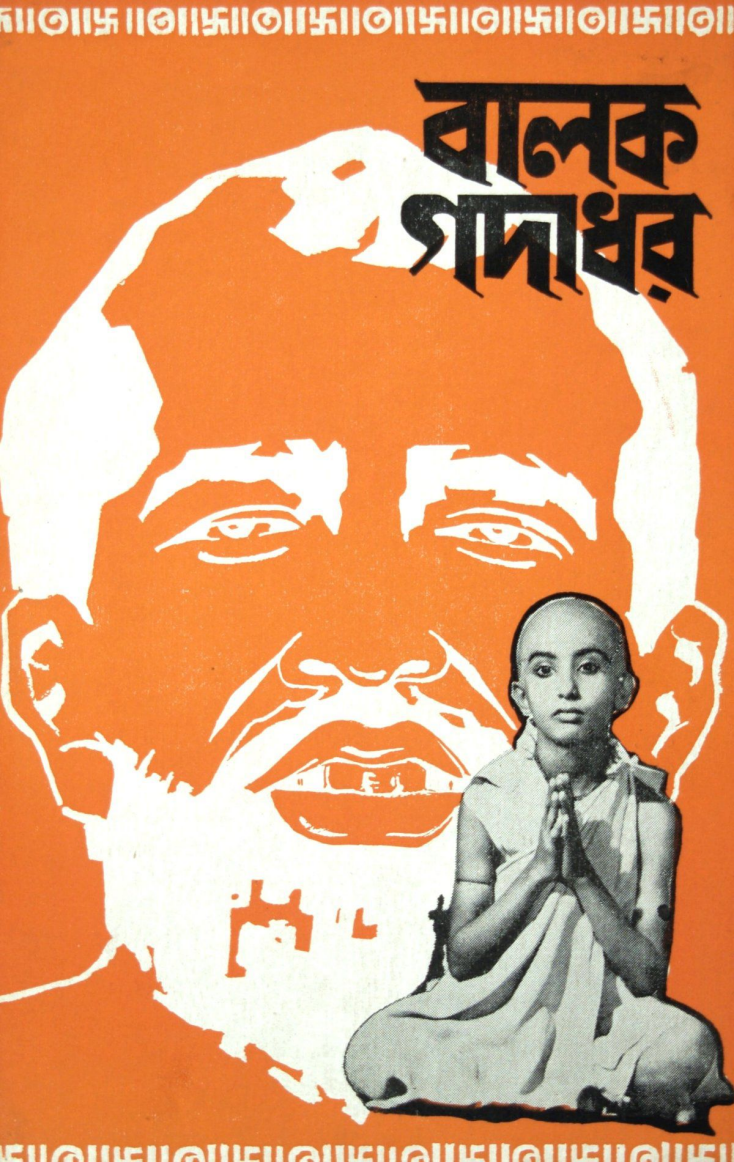

তীর্থভারতীর শ্রদ্ধাঞ্জলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাল্যলীলা

বালক গদাধর

প্রযোজনা, পরিচালনা, রচনা, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : **হিরন্ময় সেন**

সঙ্গীত পরিচালনা :— অহিন ঘোষ। প্রধান সম্পাদক :—শিব সাধন ভট্টাচার্য্য। চিত্র গ্রহন :—৺ধীরেন দে ও বিভূতি চক্রবর্ত্তী। শব্দ গ্রহণ :—জে, ডি, ইরানী, সৌমেন চ্যাটার্জি। সঙ্গীত গ্রহন :—সত্যেন চ্যাটার্জি। নৃত্য পরিচালনা :—তনীমা গাঙ্গুলী। শিশুগদাধর নৃত্যে—বন্দনা সেন গীত রচনা :—শান্তি ভট্টাচার্য্য, হিরন্ময় সেন, অহীন ঘোষ । স্তোত্র নির্বাচন : —শুকদেব গোস্বামী। শিল্প নির্দ্দেশনা :—বিজয় বোস। পট শিল্প :—কবি দাশগুপ্ত ও এন্, গুপ্ত। রূপ সজ্জা :—দেবী হালদার। কেশ বিন্যাস : হায়দার আলি। তত্ত্বাবধান :—**দেবব্রত সেন**। ব্যবস্থাপনা :—নিতাই সরকার, ও তাপস দাস। আলোক সম্পাত :—প্রভাস ভট্টাচার্য্য, হেমন্ত দাস। স্থির চিত্র :—এড্‌না লরেঞ্জ। পরিস্ফুটন :—ধীরেন দাশগুপ্ত। প্রচার সচিব :—**মন্টু চক্রবর্ত্তী**।

সহকারী বৃন্দ : পরিচালনায়ঃ শিব ভট্টাচার্য্য, দিপেন্দু ভট্টাচার্য, ভি, মিশ্র, পরেশ বোস। সঙ্গীতে :—বীণা ঘোষ। সম্পাদনায় :—অমর লাহা। চিত্রগ্রহণে—বীরেন চক্রবর্ত্তী, মিঠু সিন্‌হা, ভবানী দাস। শব্দগ্রহণে—সিদ্ধিনাথ নাগ, বাবাজী সাউ। সঙ্গীতগ্রহণেঃ—বলরাম বাড়ুই। পরিস্ফুটনে : —জ্ঞান ব্যানার্জি, কমল, সুনীল, বাদল, কালিপদ।

টেক্‌নিশিয়ান্স স্টুডিও এবং ইন্দ্রপুরী স্টুডিও প্রাঃ লিঃ তে গৃহীত।

কণ্ঠ সঙ্গীত :—**ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য**, পিন্টু ভট্টাচার্য্য, মনিকা মৈত্র, বীণা ঘোষ, তাপসী চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল বন্দোপাধ্যায়, তাপস চট্টোপাধ্যায় গোরা চাঁদ মুখোপাধ্যায়, প্রভাত ভঞ্জ, চায়না সরকার, আশা মৈত্র, বেলা দত্ত, দীপালী দত্ত, দুলাল মণ্ডল, জ্ঞানময় ভৌমিক, ননী নাথ।

চরিত্র চিত্রনে—নামভূমিকায় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। শিশু গদাধর। চুমকী রায়। অন্যান্য ভূমিকায় শিশু শিল্পী : তাপস, চন্দনা, টুকটুকি ও বাবুয়া, ছায়া দেবী, গীতা দে, প্রিয়া চ্যাটার্জি, সবিতা সিন্‌হা, মালবন্ত্রী, শর্মিলা, মহুয়া, স্বপন কুমার, অমরেশ দাস, তারাপদ বোস, রবি রায়চৌধুরী, বীরেন চ্যাটার্জি, নৃপতি চ্যাটার্জি, সুধীর রায় চৌধুরী, গৌরশ্রী, বিশ্বনাথ মুখার্জি, পুলিন, বীরেশ্বর মিত্র, পান্নালাল, সন্তোষ, বাবু সেন, রবি সেন, বঙ্কিম চৌধুরী, বিদ্যুৎ বোস, সুনীল বোস, অমিতেশ, দীলিপ, বিমল ঘোষ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—**রামকৃষ্ণমিশন ইন্সটিউট অব কালচার।**
স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, সিদ্ধেশ্বরী দেবী (করুণাময়ী আশ্রম) ৺শুকলাল গোস্বামী।
পরিবেশনা :—**শ্রীবনজিৎ পিকচার্স**

কাহিনী

যে নরদেহ নিয়ে ধরায় ধরা দিলেন ঠাকুর গদাধর, তিনিই গদাধর চট্টোপাধ্যায়। যিঁনি রাম, যিঁনি কৃষ্ণ, ইঁনিই সেই ৺রামকৃষ্ণ। তাঁরই বাল্যলীলা। যেমনি সহজ, স্বাভাবিক। তেমনি রোমঞ্চকর অলৌকিক।

পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় যখন দেড়েগ্রামে ছিলেন, জমিদার রামানন্দ রায়ের একটী মিথ্যে মামলায় সাক্ষী দেবার হুকুমকে প্রত্যাখ্যান কোরে জমিদারের রোষাগ্নিতে পড়েন। ফলে জমি জমা, বাড়ী ঘর সব কিছু হারিয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে বেরিয়ে পড়েন কামার পুকুরের পথে। বন্ধু সুখলাল গোস্বামীর আশ্রয় পেলেন। কামারপুকুরের জমিদার ধর্মদাস লাহা। ধর্মের দাস ; তাই ধর্মদাস। ক্ষুদিরামকে দেখেই "অর্থ" ছেড়ে "পরমার্থকে" ধরবার জন্য ক্ষুদিরামকেই ধরে ফেললেন। আরেকজন এলেন এই সংসারেরই একজন হয়ে। গরীবের মেয়ে। কর্মকার ঘরের গৃহিনী। তবু নাম তার ধনী। ভক্তি নিষ্ঠায় সত্যি তিনি ধনী।

বিশবছর পর। "গয়াধামে" পূজা দিতে এসে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দেখা পেলেন, ঠাকুর গদাধরের। সন্তান হয়ে জন্ম নিতে চান তাঁর ঘরে। চমকে ওঠেন "একি স্বপ্ন না সত্যি!"

বাংলা ১২৪২ সনের ৬ই ফাল্গুণ বুধবার। শুক্লপক্ষের ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। ঢেকী ঘরে জন্ম নিলেন ঠাকুর গদাধর। ছ'মাস যেতে না যেতে সুরু হল খেলা। লীলার খেলা। হঠাৎ প্রচণ্ড ভারি হয়ে ওঠে শিশু। চিনু শাখারী ছুটে আসে। "তুমি!" একনজরেই চিনে ফেলে চিনু। সেজন্যই ত নাম তার" চিনু"। চিনু দেখে আর হাসে। পাগলের হাসি। অবাক হয়ে সবাই তাকিয়ে থাকে। বোঝে না কিছু···'

মাত্রই তখন তিন বছর। স্তোত্র, স্তব আর গান। সবই যেন মুখস্থ আর কণ্ঠস্থ। যাত্রা গান। কৃষ্ণলীলা মাত্রই একবার দেখা। বাড়ী এসে সুরু করে নিজের লীলা। নিজেই কৃষ্ণ। নিজেই রাধা। নিজেই সখী। যেমনি গান। তেমনি নাচ। তেমনি ধাচ। এ যেন এক ছবি, দু'বার দেখান। কিন্তু লেখাপড়া! এ যেন মাথা কুটে মরা। অঙ্ক। ওতে ভয়ানক আতঙ্ক।

সাতবছরে পা দিতে না দিতে, অলৌকীক লীলা সুরু হল বালক গদাধরের, আর তার মন ভুলানো গান। গদাধর হয়ে পড়ে সারা গাঁয়ের চোখের মনি। সঙ্গীদের প্রিয় সাথী। ছেলের দল গদাধরকে ধরে নিয়ে আসে, মনোরম এক নিরালা প্রান্তে। "মাথুরের" গান হবে। পালাকীর্ত্তন। শ্রীরাধা হলেন গদাধর নিজে। ছেলেরা সব বৃন্দাগুতি আর সখীদের সাজে। কৃষ্ণ বিরহে শ্রীরাধার আকুলি বিকুলি গান। কান্না আর থামে না। জ্ঞান হারিয়ে গদাধর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে·····?

আরেকদিন। পাইনবাবুদের বাড়ীতে যাত্রা হবে। "শিবদুর্গার" পালা। গদাধরকে ধরে আনা হল। শিবের ভূমিকায়। উদ্দাম গতিতে চলেছে তাণ্ডব নৃত্য। পড়নে বাঘছাল। মাথায় রুক্ষবর্ণ জটা। গায়ে বিভূতির ছটা। কপালে ত্রিলোচন। কণ্ঠে, বাহুতে অনন্ত নাগের বাধন। নৃত্যের তালে অশনির গতি। চোখে বিদ্যুতের দ্যুতি। আসরে এসে দাঁড়িয়েছেন যেন স্বয়ং সচ্চিদানন্দ শিব। শূলপানি মহেশ্বর। উলুধ্বনি দিয়ে ওঠে নারী কুল। বিস্ময় আপ্লুত, সবাই আকুল। হঠাৎ গদাধর হয়ে পড়ে স্থীর, নিশ্চল। জ্ঞান হারিয়ে কোন ভাবরাজ্যে তখন সে চলে গেছে। সবাই আর্ত্তনাদ কোরে ওঠে। শুধু চিনুশাখারী মাথা নাড়ে। আর হাসে। কি ভাবে তাই হাসে?

এমনিভাবে চলে অলৌকিক লীলা, আর রোমাঞ্চকর ঘটনার স্রোত। কামারপুকুরের সারা গ্রাম তখন বিস্ময় বিমূঢ়। সবাই ভাবে "কে এই বালক গদাধর!" দুর্ব্বার চাঞ্চল্যের ঢেউ খেলে যায় গ্রামের বুকে। ক্ষুদিরাম-ঠাকুর মহাপ্রয়াণে চলে গেলেন। গদাধরের উপনয়ন হল। কিন্তু চন্দ্রমনির নয়নে জল ভেসে ওঠে। ব্রহ্মচারীর বেশ আর দণ্ডি; গদাধর ছাড়তে রাজী নয়। বহু অনুরোধ, উপরোধ আর উত্তেজনা। গদাধর দণ্ডি জলে ভাসিয়ে দেয় ···।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির। পঞ্চবটীর পাশ দিয়ে যেতেই থমকে দাড়ালেন মথুর বাবু। রাণী রাসমনির জামাই। চমকে উঠলেন। দেখেন, পঞ্চবটীর নীচে দেবোপম এক যুবকের শিবের আরাধনা। চোখে জল, কণ্ঠে ভাব-বিহবল সুরের মুর্চ্ছনা। পরিচয় জানলেন। নাম গদাধর। বয়সে নবীন। কিন্তু জ্ঞান আর ভক্তিতে বৃদ্ধ ও প্রবীন। মায়ের পূজায় বসিয়ে দিলেন। লীলা খেলার সুরু হল। রাম আর কৃষ্ণের খেলা। পরমহংসদেবের লীলা। দক্ষিণেশ্বর রূপান্তরিত হল কাশীধামের পূণ্য তীর্থে।

তারপর। অনেক কলি পরে এল, সেই মহা প্রতিক্ষিত দিন আর নরেন্দ্রনাথ। যাঁর জন্য আসা যাঁর আশায় আসা। জহর আর, জহরী। কত রকম সন্দেহ! কত রকম প্রশ্ন আর উত্তেজনা। তবে ধরা দিলেন নরেন্দ্রনাথ। কাজ শেষ হল। পরমহংসদেব বিদায় নিলেন ধরা ধাম হতে। রেখে গেলেন তাঁর মানসপুত্র নরেন্দ্রনাথকে। স্বামী বিবেকানন্দকে। স্বামিজী বেরিয়ে পড়লেন পর্যটনে। পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত। ধর্মের ঘরে নতুন কোরে বাতি জালিয়ে দিলেন। পথযাত্রার কাছে নতুন আলো। স্বামিজীর বাণী আজকের বাণী।

আজও শোনা যায় ভারতের মহাশ্মশানের বুকে, যেখানে লক্ষ লক্ষ জীবন্ত মানুষের অপমৃত্যু ঘটেছে; স্বামিজীর সেই উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর—

"হে ভারতবাসী! ভারতের দু'টী মহাপাপ। মহাশক্তির প্রতীক মেয়েদের পদদলিত করা। আর জাতি জাতি কোরে গরীবগুলোকে পিষে ফেলা।

যতদিন ভারতের বিশকোটী লোক ক্ষুধার্ত্ত পশুর মত থাকবে, ততদিন যে সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার কোরে জাঁকজমক কোরে বেড়াচ্ছে, আমি তাদের হতভাগা বলি।

যারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্তদ্বারা অর্জ্জিত অর্থে বিলাসিতায় আকণ্ঠ ডুবে থেকেও এদের ওপর দিয়েই তাদের ক্ষমতার নিষ্পেষণ চক্র চালিয়ে চলেছেন,—তাদের আমি বিশ্বাসঘাতক বলি"।

আজও শোনা যায় মৃত ভারতের পঞ্জর ভেদ কোরে স্বামিজীর সতর্কবাণী—

"হে ভারত! ভুলিও না, নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত; তোমার ভাই! হে বীর সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল আমি ভারতবাসী। ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী; দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই—"

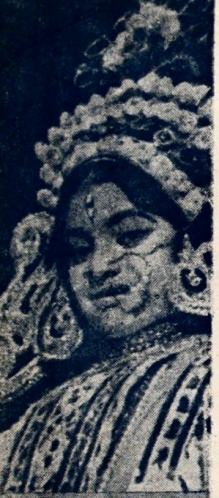

(১)

কথা : অহীন ঘোষ। কণ্ঠ : পিন্টু ভট্টাচার্য্য, বীণা ঘোষ

প্রণব মন্ত্রে জাগো শক্তি তন্ত্রে জাগো
জাগো ভৈরব হুঙ্কার জাগো বিশ্বছন্দে জাগো
জাগো জাগো জাগো জাগো জাগো জাগো
জাগো সিন্ধু কল্লোলে জাগো বিন্দু হিল্লোলে
জাগো শক্তিরূপে জাগো
জাগো জাগো জাগো জাগো জাগো জাগো
উষার কণক আলোকে সবুজ শ্যামল পুলকে
গগন পবণ শিহরি জাগো উত্তাল মহাতরঙ্গে
দুর্জয় পণ মানসে জাগো মহা জীবনের আহ্বানে
যুগের পূন্য প্রভাতে অরুণ দীপ্ত শোভাতে
বিশ্ব বিপুল আলোড়ি জাগো
জাগো জাগো জাগো জাগো জাগো জাগো

(২)

কথা—হিরন্ময় সেন। কণ্ঠ—পিন্টু ভট্টাচার্য্য।

ও দয়াল গুরুরে—
চোখের জলে নাও ভাসাইলাম
বইঠা খুঁইজ্যা পাইলাম না ॥
উজান ভাঁটার দিশা নাইরে
কুলের লাগাল পাইলাম না
চোখের জলে নাও ভাসাইলাম ॥
দয়াল রে—উজান দেইখা নাও ভাসাইলাম
ভাটার টানে ফেরৎ আইলাম
পালের দড়ি ছাইড়া দিলাম
মায়ার দড়ি ছিঁড়ল না ও দয়াল
চোখের জলে নাও ভাসাইলাম
বইঠা খুঁইজ্যা পাইলাম না ॥
দয়াল রে—ছল ছল ছল চোখের জল
কওন বলন হইল রে তল
বন্যার বাঁধন মানে বুত
চোখের বাঁধন মানে না
দয়াল রে—যাওন কালে কান্দন নাই
মনের ব্যাথা কইতে যে নাই
হাসতে গিয়া কাইন্দা মরি
হালের পাণি পাইলাম না
ও দয়াল—হালের পাণি পাইলাম না
চোখের জলে নাও ভাসাইলাম
বইঠ্যা খুঁইজ্যা পাইলাম না
ও দয়াল গুরুরে—ও দয়াল গুরুরে—ও দয়াল গুরুরে —

(৩)

রাধা কৃষ্ণের গান

কথা : প্রচলিত
কণ্ঠ বীনা ঘোষ ও তাপসী চট্টোপাধ্যায়

রাধা—প্রাণটা বুঝি বাঁচবে নারে প্রাণটা যাবে যমুনার জলে
প্রাণটা বুঝি বাঁচবে নারে বল নাবিক কি করিলে
পার করিবে এ বেলাতে
শ্রীকৃষ্ণ—পার করে দেব আমি দিতে হবে ক্ষীর ননী
পার করে দেব আমি
শ্রীকৃষ্ণ—আমি নিজ হাতে খাইনা
সখি আমায় না খাওয়ালে নিজ হাতে খাইনা
শ্রীকৃষ্ণ—আমি যার, তার হাতে খাইনা
আমি যার, তার হাতে খাই যার তার হাতে খাইনা
ওর হাতে খেতে পারি ওরে আমি ভালবাসি
একি করিলি রাধারাণী জলে গেল ক্ষীর ননী
সেবা ধর্ম্মের অপরাধিণী কি করিলি রাধারাণী
জলে গেল ক্ষীর ননী
শ্রীকৃষ্ণ—সখী দেখ দিখি আমায়
চেন কি ? চেন কি ? চেন কি ?
সখিগণ—শ্যামের পাশে রাই যুগল কিশোর
বদন ভরে তোরা বল হরি বোল
হরি বোল হরি বোল

(৪)

কথা : প্রচলিত
কণ্ঠ : মণিকা মৈত্র। তাপসী চট্টোপাধ্যায়

সখি—
ওগো বকুল ফোটেনা গোকুলেতে আজ
শ্যাম গেছে মথুরায়
রাই কমলিনী কৃষ্ণ ভ্রমর
বিরহে ঝরিয়া যায় ॥

শ্রীরাধা—
মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাবো
কারে দিয়ে বা যাবো কানুহেন গুণনিধি
কারে দিয়ে যাবো ॥
না পোড়াইও রাধার অঙ্গ না ভাসাইও
জলে
মরিলে বাঁধিয়া রেখো তমালেরই ডালে

সখি—
ওরে শুক শারি প্রবাসী বধুরে বলো আজ
বিনা মেঘে এ পরাণে হানিল এ বাজ

শ্রীরাধা—
আমায়ে ভাসায়ে দিওনা
যমুনার জলে আমায়
ভাসায়ে দিওনা
আমি নয়ন জলে ভেসে আছি
ভাসায়ে দিওনা

শ্রীরাধা—
সর্ব্ব অঙ্গ খায় যেন পাখী
রাখে যেন দুটি আঁখি
কৃষ্ণ দরশন লাগি
হা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ
কোথা মথুরা বিহারি কৃষ্ণ
কৃষ্ণ বিনা শ্রীরাধা তো বাঁচেনা
রাই বল্লব কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ !
কোথা কৃষ্ণ !

(৫)

কথা : হিরন্ময় সেন

কণ্ঠ : মনিকা মৈত্র শিশু কণ্ঠে : চুমকী রায়

মাগো আমার এই ভাবনা কেমন করে বোঝাই বল
কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই নাইকো ঠিকানা
মাগো আমার এই ভাবনা কেমন করে বোঝাই বল
কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই নাইকো ঠিকানা
কে কার আপন কে বা গো পর
পুতুল গড়ার এই খেলা ঘর
মহামায়ার তুই মা সত্যি
বাকি সবই ছলনা
কোথা হতে আসি.....॥
কোথা আমার অন্নপূর্ণা
মোক্ষদায়িনী ওমা শ্যামা
মা ছাড়া যে ছেলে বাঁচেনা
একবার এসে দাঁড়া মা
তোমারে ভাবিয়া কত না কেঁদেছি
মায়া মোহ মন সকলি ভুলেছি
অনেক কেঁদেছি আর তো পারি না
কোলে তুলে নিতে আয় মা
কোথা মা কোথা মা—

(৬)

কথা : শান্তি ভট্টাচার্য্য

কণ্ঠ : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

পঞ্চমে সুর বাধিনী মাগো
সুর বেধেছি শুদ্ধা 'মা' তে
আদিতে মা অন্তে নিখাদ
আমি আছি অন্তরাতে
পঞ্চভূতে দেহ গড়া
পঞ্চেন্দ্রিয় জ্বালায় তারা
মাতৃনামে মন্ত্র গুণে
তাদের পারি যদি ঘুম পাড়াতে

পাগলী মেয়ের পাগল স্বামী
সেই পাগলের পুত্র আমি
সাকারেতে সুরু কোরে
নিরাকারে চাই মিলাতে
(এখন) জ্ঞান বিচারে কি প্রয়োজন
(আমার) মা রয়েছে পাশে যখন
যুক্তি তত্ব ষত্ব নত্বে
আর কি হবে ওসব তাতে

শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স-এর পক্ষে (৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলি-১৩)
নিতাই দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
মুদ্রণ : ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৪১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬।